পোস্টার : 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'

লেখা দিয়ে ছবিটা তিনি এঁকে ছিলেন– এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে। যেটা দেখলেই ইহাহিয়ার প্রতি মানুষের ঘৃণার উদ্রেগ হবে। শিল্পকর্ম হিসেবে এর যেমন বিশালত্ব রয়েছে, অন্য দিকে আছে তার আঁকার দক্ষতা, প্রতিবাদী প্রকাশ ক্ষমতা। কামরুল হাসানের জীবনের একটা দিক।

দ্বিতীয় ভাগ হলো, চিত্রকলার ধরন এবং চর্চা। লোকশিল্প ছিল কামরুল হাসানের শিল্পকলার কাজের ক্ষেত্র। বিশেষ করে আমাদের পটচিত্রের প্রতি ছিল তার ভালোবাসা। এগুলো থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে, উজ্জীবিত হয়ে, অনুকরণ বা অনুসরণ নয়; এগুলো থেকে তিনি রসদ নিয়েছেন, রস নিয়েছেন। আর এই সব মিলিয়ে তিনি তার চিত্রকলার ধরন তৈরি করেছেন। যামিনী রায় যেভাবে লোকশিল্পকে ধারণ করে কাজ করেছিলেন সে রকমও নয়। তিনি খুব সিমপ্লিসিটির মধ্য দিয়ে নিজস্ব ধরন তৈরি করেছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্যারও লোকশিল্প নিয়ে কাজ করেছেন। তিনিও নিজস্ব একটা ধরন তৈরি করে কাজ করেছিলেন। পটুয়াদের যে পটচিত্র সেখান থেকে কামরুল হাসান ধারণা নিয়েছিলেন, রসদ ও রস নিয়েছিলেন। এর ভেতরের যে নির্যাস ছিল তা দিয়ে নিজের মতো করে নিজস্ব ধরন তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। কামরুল হাসান যে কাজগুলো করেছিলেন তার বড় দিক হচ্ছে, আধুনিক শিল্পকলার যে ধরন-ধারণ আমাদের আছে শিল্পীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেদিকে যেতে পারেন। উনি খুব সহজেই ফোক ও আধুনিকতা মিলিয়ে নতুন একটি ধরন তৈরি করেছিলেন। আমি বলব এটি ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা। তার কাজের যে ধরন এবং মান মূল্যায়নে যদি যাই, সেদিক থেকে আমি বলব বিশ্বে শিল্পকলার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যারা আছেন অর্থাৎ ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, জাপানি ইত্যাদি দেশের বহুল প্রচারিত শিল্পী ও শিল্পকর্মের চেয়ে কামরুল হাসান কোনো অংশে কম নয়। অন্যান্য যারাই সমসাময়িক ছিলেন, তাদের চেয়ে অনেক উত্তরণ ঘটিয়ে কাজ করেছিলেন কামরুল হাসান। একদিকে লোকশিল্পের ছোটখাটো সব উপাদান, অন্যদিকে আধুনিকতাকে সংমিশ্রণ– যা তিনি সাবলীলভাবে করতেন। মোটেও বানোয়াট মনে হয় না। অন্যরা অনেক কষ্ট করে এটা তৈরি করতেন। কামরুল হাসান স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি ঘটাতেন। কামরুল হাসানকে নিয়ে তাই আমরা এত গর্ব করতে পারি। তার সামগ্রিক কাজ নিয়ে, তার অবস্থান নিয়ে যা করা উচিত ছিল আমরা তা করতে পারিনি। মূল্যায়নটা শ্রদ্ধা-ভক্তির। শিল্পকলা নিয়ে যারা ভাবে, শিল্পকলা চত্বরে যাদের পদচারণা আছে, শিল্পীদের প্রতি যারা শুভানুধ্যায়ী, শিল্পকলার কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে, সারা বিশ্বে দেশের সর্বত্র এগুলো নিয়ে যাদের জ্ঞানগরিমা আছে, তাদের কাছে কামরুল হাসান বিশাল একজন শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত, গৃহীত এবং শ্রদ্ধেয়। কিন্তু, আমজনতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে যে ধরনের কাজ করা প্রয়োজন, তা এখনও হয়নি।

আমরা জানি কামরুল হাসান কিংবদন্তি শিল্পী কিন্তু এটা বললেই হবে না। তাকে নিয়ে, তার কাজ নিয়ে অনেক কিছু করার আছে। গবেষণা থেকে শুরু করে তার কাজের প্রচার করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; মোট কথা কামরুল হাসানকে নিয়ে আমাদের যে খামতিগুলো রয়ে গেছে, এটা আমরা ছাড়া– এ দেশের জনগণ ছাড়া কে করবে? কামরুল হাসানকে বাইরের পৃথিবী পর্যন্ত যেতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবেও আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তা না হলে কামরুল হাসান কখনোই সঠিকভাবে মূল্যায়িত হবেন না। শতবর্ষে তার প্রতি আবারও শ্রদ্ধা। ❖

'নাইওর'